शालतोड़ा नेताजी सेन्टेनारी कलेज

सञ्चिता साँतरा

सहकारी अध्यापिका

संस्कृतः विभागः

साहित्यदर्पणम् (षष्ठः परिच्छेदः)

आलोच्यविषय

प्रस्तावना

প্রস্তাবনা

प्रस्तावयति प्रकृतिविषयमुपस्थापयतीति इति प्रस्तावना

অর্থাৎ

নাটকের যে অংশে নাটকীয় বিষয়বস্তু সূচনা করা হয় তারই নাটকে পারিভাষিক নাম প্রস্তাবনা।

नाटके नान्दी पाठान्तरम् परम् प्रस्तावना उपस्थापितं भवति।

নাটকের ক্রমানুসারের নান্দী পাঠের পরে প্রস্তাবনা উপস্থাপিত হয়।

প্রস্তাবনার আরও দুটি নাম আছে স্থাপনা ও আমুখ।

प्रस्तावनायाः लक्ष्यणम्

साहित्यदर्पणकारेण साहित्यदर्पणे उक्तम् ----

नटी विदूषको वापि पारिवार्श्विक एव वा।
सूत्रधारेण सहिता संलापं यत्र कुर्वते।।
चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योथ्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथः।
आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा ।।

অর্থাৎ নাটকের যখন নটি বিদূষক বা পারিবারিক নিজেও কর্তব্য বিষয়ে সূত্রধারের সঙ্গে প্রকৃত বিষয়ে জ্ঞাপন সূচক কথোপকথন করেন তখন তাকে আমুখ বলা হয় । তারই অপর নাম প্রস্তাবনা।

प्रस्तावनायाः भेदाः

१. उद्घात्यकः

२. कथोद्घातकः

३. प्रयोगातिशयः

४. प्रवर्तकः

५. अवलगितः

उद्घात्यकस्य लक्षणम्

पदानि त्वगतार्थानि तदर्थगतये नराः।
योजयन्ति पदैरन्यैः सः उद्घात्यक उच्यते।।

अर्थাৎ মানুষের অর্থবোধের জন্য নিজ নিজ অভিপ্রায় মত অর্থবোধক পদ যোজনা করে যখন মঞ্চে পাত্র প্রবেশ ঘটে তখন তাকে উদঘাত্যক শ্রেণীর প্রস্তাবনা বলে।

মুদ্রারাক্ষস নাটকে এই শ্রেণীর প্রস্তাবনার প্রয়োগ দেখা যায়।

কথোদ্‌ঘাতকস্‌ লক্ষণম্‌

सूत्रधारस्य वाक्यं समादायार्थमस्य वा ।
भवेत्‌ पात्रप्रवेशश्चेत्‌ कथोद्‌घातः सः उच्यते।।

অর্থাৎ যখন সূত্রধারের বাক্যকে অবিকল ভাবে বলতে বলতে অথবা সূত্রধরের বাক্যের অর্থানুসারে বাক্য প্রয়োগ করে মঞ্চে পাত্র প্রবেশ করানো হয় তখন তা কথোদ্‌ঘাতক শ্রেণীর প্রস্তাবনা বলা হয়।

উদাহরণ - রত্নাবলী নাটকে এই ধরনের প্রস্তাবনার প্রয়োগ দেখা যায়।

प्रयोगातिशयस्य लक्षणम्

यदि प्रयोगे एकस्मिन् प्रयोगोऽन्य प्रयुज्यते।
तेन पात्रप्रवेशश्चेत् प्रयोगातिशयस्तदा।।

অর্থাৎ একটি প্রয়োগ বা প্রসঙ্গ চলতে চলতে অন্য একটি প্রসঙ্গ সহসা উপস্থিত হলে সূত্রধার

যদি প্রথমটিকে অতিশয় অর্থাৎ উপেক্ষা করে করেন এবং দ্বিতীয়টি অবলম্বন করে মঞ্চে পাত্রপ্রবেশ সূচিত করেন তবে প্রয়াগাতিশয় শ্রেণীর প্রস্তাবনা হয়।

উদাহরণ:- ‘কুন্দমালা’ নাটকে এই ধরনের প্রস্তাবনার প্রয়োগ হয়েছে।

प्रवर्तकस्य लक्षणम्

कालं प्रवृत्तमाश्रित्य सूत्रधृग् यत्र वर्णयेत्।
तदाश्रयश्च पात्रस्य प्रवेशस्तत् प्रवर्तकम्।।

অর্থাৎ সূত্র ধার কর্তৃক কোন ঋতুর বর্ণনার মাধ্যমে মঞ্চে পাত্র প্রবেশ সূচিত হলে প্রবর্তক শ্রেণী প্রস্তাবনা হয়।

উদাহরণ :- 'উত্তররামচরিত' নাটকে এই ধরনের প্রস্তাবনার প্রয়োগ হয়েছে।

এখানে শরৎ ঋতুর বর্ণনায় শ্লেষের সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনার মাধ্যমে নাটকীয় পাত্র রামচন্দ্রের প্রবেশ সূচিত হয়েছে ।

अवलगितस्य लक्षणम्

यत्रैकत्र समावेशात् कार्यमन्यत् प्रसाध्यते।
प्रयोगे खलु तज्ज्ञेयं नाम्नावलगितं बुधैः।।

अर्थাৎ যে প্রস্তাবনায় কোন একটি বিষয়ের প্রশংসার ছলে সাদৃশ্য হেতু অন্য বিষয়ের প্রশংসায় উপমান রূপে বর্ণিত পাত্রের প্রবেশ সূচিত হয় তাকে অবলোগিত শ্রেণীর প্রস্তাবনা বলা হয়।

উদাহরণ:- অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকে এই ধরনের প্রস্তাবনার প্রয়োগ দেখা যায়। যেখানে নটির গীত রাগের মাধুর্যে সূত্রধারের আকৃষ্ট হবার সাথে সারঙ্গ কর্তৃক রাজা দুষ্যন্তের আকৃষ্ট হবার সাদৃশ্য বর্ণনার মাধ্যমে পাত্র দুষ্যন্তের মঞ্চে প্রবেশ সূচিত হয়েছে।